দৈনিক সংবাদ

00-043

তারিখ 14 JUN 1986 ... ...
পৃষ্ঠা... ... ... কলাম ... ...

শিক্ষক ও আসবাবপত্রের সংকট

জয়পুরহাটে পাঁচশ' প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অচলাবস্থা

।। মফিজুল হক তারা ।।

জয়পুরহাট, ১০ই জুলাই।— প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও আসবাবপত্রের অভাবে জয়পুরহাট জেলার ৫টি উপজেলায় প্রায় ৫শ' প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে মাত্র একজন করে শিক্ষক দিয়ে কাজ চলছে।

জয়পুরহাট জেলার ৩২টি ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে একটি পর্যবেক্ষণ টিম কতিপয় বিদ্যালয়ে মাত্র ১ জন করে শিক্ষকের উপস্থিতি লক্ষ্য করেন। অথচ ওই সব বিদ্যালয়ে ৪/৫ জন করে শিক্ষক থাকার কথা। শুধু শিক্ষক সংকটই নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত বিদ্যালয়গুলোরও আজ পর্যন্ত কোন মেরামত হয়নি। ফলে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকরা খোলা আকাশের নীচে কিংবা গাছতলায় বসে পড়াশুনার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

পর্যবেক্ষণ টিমের তথ্য অনুযায়ী সদর উপজেলার আমদই ইউনিয়নের কৈতাহার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য খাতা-কলমে ৩ জন শিক্ষকের নাম দেখানো হলেও বাস্তবে সেখানে একজনের উপস্থিতি নিয়মিত। ক্ষেতলাল উপজেলার বড়তারা ইউনিয়নের বটতলী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪১১ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য রয়েছে মাত্র ২ জন শিক্ষক। পাঁচ বিবি উপজেলার আওলাই ইউনিয়নের ৬৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪২৮ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ৩জন করে নিয়োগ প্রাপ্ত শিক্ষক থাকলেও বর্তমানে কার্যরত রয়েছে মাত্র ১ জন। ১জন শিক্ষক গত ফেব্রুয়ারী থেকে বিদ্যালয়ে আসা ছেড়ে দিয়েছেন। অন্যান্য উপজেলার বিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রেও অনুরূপ অভিযোগ বিদ্যমান। ৩২টি ইউনিয়নের মধ্যে ৭।৮টি ছাড়া বাকী সব বিদ্যালয়েই শিক্ষকের সংকট প্রকট। পক্ষান্তরে সাম্প্রতিক ঝড়ে বিধ্বস্ত বিদ্যালয়ের মেরামতের উদ্যোগ না নেয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা পড়ার কাজ ব্যাহত হচ্ছে। পৌরসভার মগনীপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এক বছর আগে ঝড়ে বিধ্বস্ত হলেও তার মেরামতের ব্যাপারে কেউ কোন উদ্যোগ নিচ্ছে না। এ বিদ্যালয়ের ৩৮০ জন ছাত্র-ছাত্রী দীর্ঘদিন ধরে খালি মাঠে কিংবা রাস্তায় বসে পড়াশুনা করছে। এই বিদ্যালয়ের মেরামত নিয়ে উপজেলা পরিষদ এবং পৌরসভার মধ্যে কোন্দল চলছে। বিদ্যালয়টি পৌর এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় উপজেলা শিক্ষা খাত থেকে কোন সরকারী সাহায্য পাওয়া যাচ্ছেনা। পৌরসভার আর্থিক সঙ্গতিও নেই। তাই তাদের পক্ষে এর মেরামতের কাজে হাত দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। বৃষ্টি ও রোদের কারণে গত শিক্ষা বছরে ২ মাস ১১ দিন এবং চলতি শিক্ষা বছরের ২৬ দিন বিদ্যালয়ে কোন লেখাপড়া হয়নি।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই নাজুক পরিস্থিতির ব্যাপারে জেলা কর্মকর্তার সংগে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান: উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ 'ফলো' করা ছাড়া তাদের আর করণীয় কিছু নেই। অবশ্য তিনি স্বীকার করেন যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে মোট চাহিদার শতকরা ২৫ ভাগ শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছে, বাকী ৭৫ ভাগই নেই।